দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ ... 09 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৬ ......

■ এবার শাবির ছাত্রী অপহরণের চেষ্টা

আইনের যথাযথ প্রয়োগ চাই

দেশে ক্রমাগত সামাজিক অপরাধ বেড়েই চলেছে। প্রতিনিয়ত ঘটছে নারী অপহরণ, খুন, ধর্ষণের মতো জঘন্য কর্মকাণ্ড। সমাজের ইতিবাচক শক্তি হিসেবে আমরা সামাজিক বন্ধনের কথা বলে থাকি। কিন্তু যেভাবে অপহরণ-খুন-ধর্ষণ বাড়ছে তাতে আর এ নিয়ে গর্ব করার উপায় থাকছে না। বর্তমান সময়ে চারপাশে যেসব ঘটনা ঘটছে তা কোনোভাবেই মেনে নেওয়ার মতো নয়। মানুষ যে দিনে দিনে হিংস্র, নিষ্ঠুর ও বর্বর হয়ে উঠছে তার প্রমাণ মিলছে প্রতিদিনই। সিলেটের এমসি কলেজ ক্যাম্পাসে খাদিজা আক্তার নার্গিসকে নৃশংসভাবে কোপানোর রেশ এখনো কাটেনি। খাদিজা যখন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ঠিক তখন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রিয়াঙ্কা (ছদ্মনাম) নামে নৃবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের এক ছাত্রীকে বখাটে কাওসার আহমেদ মারধর করে অপহরণের চেষ্টা করে। এতে জড়িত থাকায় বখাটে কাওসার আহমেদ ও তার বোন একই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ফাইজা রহমানকে আটক করে পুলিশে দেওয়া হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে– এর চেয়ে বেদনার দৃশ্য আর কী হতে পারে? আমাদের চারদিকে এখন যা ঘটছে, তা কোনো সভ্য সমাজের চিত্র হতে পারে না। যখন একের পর এক খুন-ধর্ষণসহ নানামুখী সামাজিক অপকর্মের শিকার হতে চলেছে মানুষ, তখন বিষয়টি আর কোনো ব্যক্তি বা পারিবারিক সমস্যা নয় বলেই আমরা মনে করি। এ ধরনের ঘটনাগুলো জাতির জন্য অশনিসংকেত বহন করে। ইঙ্গিত দেয় মানুষের হিংস্রতা উত্থানের। সামাজিক অপরাধের বেশি শিকার নারী। বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রতার কারণে বিশ্বাসযোগ্য না হলেও অবলীলায় সংঘটিত হচ্ছে এমন সব ঘটনা। ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা ঘটলেই তা নিয়ে আলোচনা হয়। নিয়ম মেনে থানায় মামলা হয়। দুঃখজনক হচ্ছে বিচার নেই! একের পর এক অপহরণ-খুন-ধর্ষণের ঘটনা ঘটলেও উল্লেখযোগ্যভাবে শাস্তি নিশ্চিত হয়নি। সমাজ থেকে ঘৃণ্য এ মানুষকে যথাযথ শাস্তির আওতায় না আনা গেলে বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে দেশ।

> অপহরণ-খুন-ধর্ষণ বন্ধ করতে মানুষের সচেতনতা যেমন জরুরি, তেমনি সরকারের সদিচ্ছা ও আইনের যথাযথ প্রয়োগও অপরিহার্য। সর্বোপরি এসব অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে

এ পরিস্থিতি পুরো জাতির জন্যই দুর্ভাগ্যের। তাই এ ধরনের অপরাধ প্রতিরোধব্যবস্থাকে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিতে হবে। অপহরণ-খুন-ধর্ষণ বন্ধ করতে মানুষের সচেতনতা যেমন জরুরি, তেমনি সরকারের সদিচ্ছা ও আইনের যথাযথ প্রয়োগও অপরিহার্য। সর্বোপরি এসব অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।